যুগান্তর

তারিখ ... 13 FEB 2018 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ...

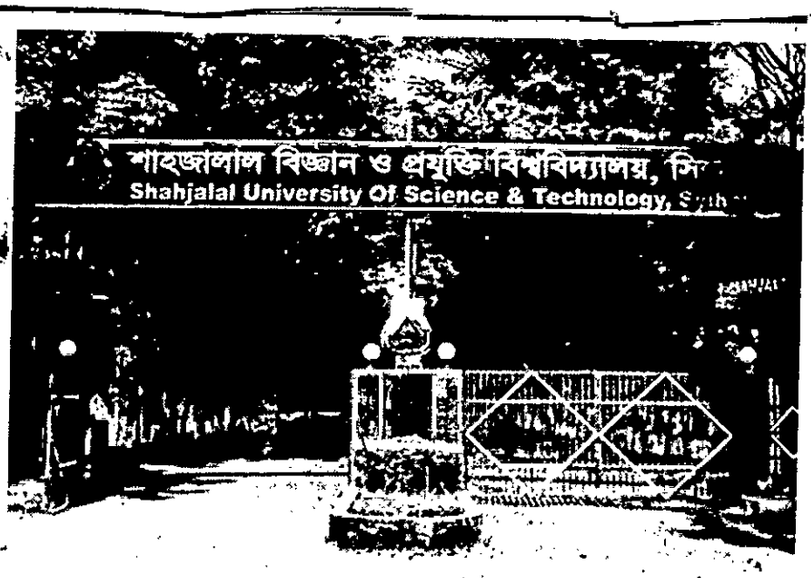

জিয়া আহমেদ

স্বপ্নের শাবিপ্রবি, গৌরবের ২৭ বছর

আজ ১৩ ফেব্রুয়ারি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার ২৭ বছর পূর্ণ হচ্ছে। ১৯৮৬ সালটি ছিল দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চা এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে অনন্য এক বছর। ওই বছরের ২৫ আগস্ট সিলেটে প্রতিষ্ঠিত হয় শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি)। এটিই দেশের প্রথম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যালয়। হাঁটি হাঁটি পা পা করে ২৭টি বছর অতিক্রম করল এ বিশ্ববিদ্যালয়। শৈশব-কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করে সে তার আলোকোজ্জ্বল দীপ্তি ছড়াচ্ছে দেশ-বিদেশে। ১৯৯১-এর ১৩ ফেব্রুয়ারি মাত্র তিনটি বিভাগ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি তার একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে ৬টি অনুষদের অধীনে রয়েছে ২৮টি বিভাগ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের রোলমডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যে স্বপ্ন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপন করা হয়েছিল, তা অর্জনের পাশাপাশি কিছু অস্বস্তিকর ইতিহাসও আছে এর, যা কলঙ্কিত করেছে ৩২০ একরের পবিত্র এ ভূমিকে। তবে সেই ক্ষতচিহ্ন বেশিদিন স্থায়ী হয়নি, এগিয়ে যাচ্ছে বীরদর্পে।

২৭ বছরে অসংখ্য অর্জন আছে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের, যা কেবল দেশব্যাপী নয়, সুনাম কুড়িয়েছে আন্তর্জাতিক পরিসরেও। দেশে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরম কিনতে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো, তখন এই বিশ্ববিদ্যালয় দেখিয়ে দিয়েছে ভর্তি প্রক্রিয়াকে কিভাবে স্বচ্ছ, সুন্দর, নির্ভেজাল ও সহজতর করা যায়। মোবাইলে ভর্তি প্রক্রিয়ার চিন্তা এ বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রথম। এখন দেশের প্রায় সব কটি বিশ্ববিদ্যালয়ে মোবাইলে ভর্তি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হচ্ছে, যার ফলে শিক্ষার্থী কিংবা অভিভাবকের যেমন মূল্যবান সময় বাঁচছে তেমনি অনেক ঝক্কি-ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে না তাদের এবং অনেকেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন। আমরা যখন জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি তখন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় মেধাবী মুখ দেখিয়েছে কিভাবে নিরাপত্তা প্রক্রিয়াকে সুরক্ষিত ও সুনিশ্চিত করা যায়। কম খরচে কিভাবে ড্রোন আবিষ্কার করা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল মেধাবী ছাত্র তা করে দেখিয়েছে। এবং তাদের উদ্ভাবিত ড্রোন যখন দেশের জঙ্গি আস্তানা চিহ্নিতকরণে ব্যবহৃত হয় তখন এর চেয়ে তৃপ্তির কিংবা আনন্দের আর কী হতে পারে!

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র ও বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তার ল্যাবরেটরিতে আবিষ্কার করেছেন কিভাবে স্বল্পমূল্যে ক্যান্সার রোগ শনাক্ত করা যায়। যে জীবননাশকারী মরণব্যাধি ক্যান্সার শনাক্ত করতে মানুষের সময় ও অর্থ দুটিই ব্যয় হতো, তা খুব সহজেই এখন শনাক্ত করা যাবে। পিপীলিকা নামক সার্চ ইঞ্জিনের নাম যখনই আসে তখনই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় মেধাবী তরুণের চেহারা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

২৭ বছরে আমাদের আত্মতৃপ্তি যেমন আছে তেমনি আছে অপূর্ণতা। কারণ একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সুযোগ-সুবিধা ও বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার তার অনেকাংশ থেকে আমরা বঞ্চিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ও গুরুতর যে সমস্যা তা হল আবাসন সংকট; ২৭ বছরেও এ সমস্যার সমাধান হয়নি। শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসিক হল খুবই অপ্রতুল। উল্লেখ্য, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী আসে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে, যাদের অনেকেরই মেসে থাকার সাধ্য থাকে না। ছেলেদের ৩টি হলের মধ্যে একটি অপূর্ণাঙ্গ। মেয়েদের ২টি হল আছে, যা চাহিদার তুলনায় খুবই অপ্রতুল। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল একাডেমিক বিল্ডিংয়ের স্বল্পতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেবর বাড়ছে, কিন্তু সে তুলনায় একাডেমিক বিল্ডিংয়ের সংখ্যা বাড়ছে না। গবেষণাধর্মী কাজের জন্য বেশিসংখ্যক গবেষণাগার ও ল্যাবরেটরি থাকা দরকার। আর দরকার কলা ও মানবিকী, অ্যাপ্লায়েড সায়েন্স ও ফিজিক্যাল সায়েন্সসহ আলাদা আলাদা ফ্যাকাল্টি বিল্ডিং। সর্বোপরি বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সমস্যা সবচেয়ে ভয়াবহ তা হল শিক্ষক ও ছাত্রদের জন্য খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা না থাকা। একটা নামমাত্র ক্যাফেটেরিয়া, ভাঙা ক্যান্টিন ও খুপরি টং দিয়ে কোনোমতে চলছে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা। ভালো খাবারের জন্য শিক্ষক-ছাত্রদের যেতে হয় প্রধান ফটকে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরও দূরে— শহরে। দরকার শিক্ষক লাউঞ্জ ও অত্যাধুনিক ক্যান্টিন, যেখানে সুলভমূল্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা তাদের খাবার খেতে পারবে। বর্তমানে শিক্ষকের সংখ্যা চার শতাধিক, যেখানে আবাসন সুযোগ আছে একশ'রও কম। শিক্ষকদের জন্য দরকার ডরমিটরি ও পর্যাপ্তসংখ্যক কোয়ার্টার।

নতুন উপাচার্য চেষ্টা করছেন বিশ্ববিদ্যালয়কে সার্বিকভাবে এগিয়ে নিতে, এ জন্য তিনি নিরলস পরিশ্রম করছেন। তাঁর কর্মকাণ্ড এগিয়ে নেয়ার জন্য যা সবচেয়ে বেশি দরকার তা হল অর্থ। সরকারের সদিচ্ছাই পারে আমাদের শাবিপ্রবিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নের জন্য কম করে হলেও ৫০০ কোটি টাকা দরকার। সরকার সচেষ্ট হলে এ টাকার জোগান দিতে খুব বেশি সময় লাগবে না, যা দিয়ে আরও বেশি গবেষণাগার, একাডেমিক বিল্ডিং, ছাত্র-ছাত্রী হল, শিক্ষক ডরমিটরি, শিক্ষক লাউঞ্জের কাজ সম্পন্ন হতে পারে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত ক্যাম্পাসের অধিকারী শাবিপ্রবিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। শুভ জন্মদিন শাবিপ্রবি, অনন্ত যৌবনা হয়ে তোমার আলোকরশ্মি ছড়িয়ে পড়ুক দেশ-বিদেশে।

জিয়া আহমেদ : *প্রভাষক, জিওগ্রাফি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়*